যুগান্তর

06 APR 2008
পৃ ৭

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রয়োজনীয় জনবলের অনুমোদন মেলেনি চার বছরেও

পটুয়াখালী/দুমকি প্রতিনিধি

প্রয়োজনীয় পদের অনুমোদন না থাকায় পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) ও কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) অনুষদের ১৭ জন শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় পদের অনুমোদন না থাকায় খণ্ডকালীন ভিত্তিতে চার বছর ধরে চাকরিরত নিয়োগ ও পদোন্নতিবঞ্চিত শিক্ষকরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার চেষ্টা করছেন। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। এছাড়া এ অবস্থায় অনুষদ দুটির শিক্ষার্থীরা চরম অনিশ্চিয়তার মধ্যে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) ও কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) অনুষদে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বীকৃত কোন পদ নেই। তাই বিবিএ এবং সিএসই প্রোগ্রামের শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য পদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উল্লেখ্য, ২০০৩-০৪ সেশনে যখন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনুষদের অধীনে বিবিএ এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের অধীনে সিএসই প্রোগ্রাম চালু করা হয় তখন এই দুটি অনুষদে জনবল নিয়োগের জন্য কোন কাঠামো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। আর এ কারণেই এই দুটি অনুষদে যেসব শিক্ষককে পদ না থাকা সত্ত্বেও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা আজ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হলেও বিবিএ এবং সিএসই এর দুইজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পদোন্নতি প্রদানের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ।

খণ্ডকালীন ভিত্তিতে চার বছর ধরে চাকরিরত নিয়োগ ও পদোন্নতিবঞ্চিত শিক্ষকরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার চেষ্টা করছেন

উল্লেখ্য, এই দুটি অনুষদে প্রভাষক পদমর্যাদার উপরে কোনও শিক্ষক নেই। তাই কৃষি অনুষদের দুই জন অধ্যাপককে অনুষদ দুটির ডিনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পদোন্নতি বঞ্চিত শিক্ষকরা জানান, তাদের একজনের থেকে চাকরির বয়স দেড় বছর কম হলেও এখন কৃষি অনুষদের রসায়ন বিভাগের মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান নামের একজন শিক্ষক পদোন্নতি পাচ্ছেন। এজন্য তারা প্রশাসনের অদক্ষতাকেই দায়ী করেন। শিক্ষকরা আরও বলেন, সম্মানের জন্য এই পেশায় আসা, আর আজ সেই সম্মানই পাচ্ছি না। সূত্র আরও জানায়, পদোন্নতি বঞ্চিত হয়ে বিবিএ অনুষদের মার্কেটিং বিভাগের মোঃ আনজাদ হোসেন ও একাউন্টিং বিভাগের মোঃ বেলাল হোসেন নামের দুইজন শিক্ষক ইতিমধ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন। এছাড়াও বাকি শিক্ষকরাও কুমিল্লাসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাই অনুষদ দুটির শিক্ষার্থীদের ভাগ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। একারণে ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে রয়েছেন বলে মহিউদ্দিন গোলাম রব্বানী, মিঠু এবং বাদলসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী এ তথ্য যুগান্তরকে জানান। এ সমস্যা স্বীকার করে উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম জানান, বিবিএ এবং সিএসই প্রোগ্রাম খোলার সময় অনুষদ দুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। তাই তাদের পদোন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম টেলিফোনে জানান, এর জন্য আমরা খোঁজ-খবর রাখছি। পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যথাযথভাবে আবেদন করুক। পদোন্নতি সম্পর্কে বলেন, কারও পদোন্নতি হবে আর কারও হবে না, এটা আমরা চাই না।